সৈকত রক্ষিত: অনুরাগে অনুভবে

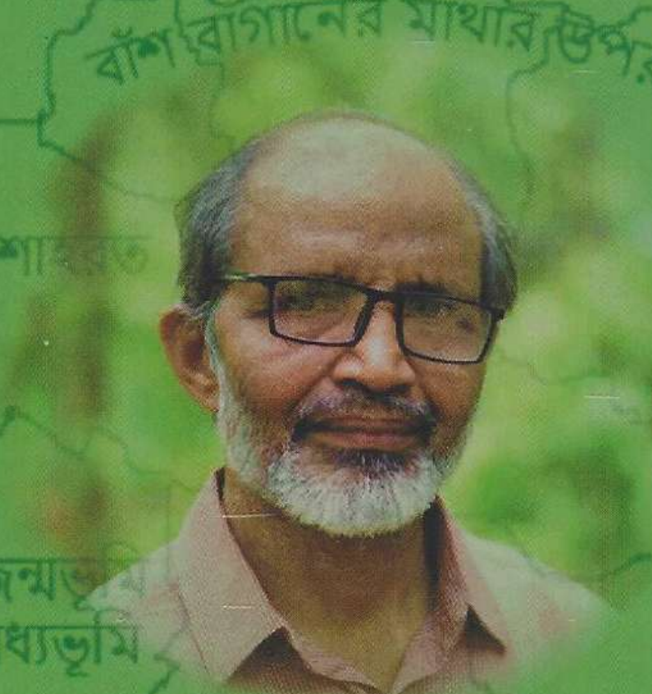

সম্পাদনা

অরূপ পলমল

সৈকত রক্ষিত: অনুরাগে অনুভবে

সম্পাদনা

অরূপ পলমল

তবুও প্রয়াস/ দেবতা পাবলিকেশন

৯/৪ টেমার লেন, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

SAIKAT RAKSHIT-ONURAGE O ONUBHOBE

A Collection of Essay About Writter Saikat Rakshit live and Creation

Edited by

ARUP PALMAL

Published by Tapati Publication– 9/4 Tamer Lane, Kolkata 700009

প্রথম প্রকাশ :

৮ নভেম্বর, ২০২২

(গুরু পূর্ণিমা/সৃজন উৎসব/সৃজনভূমি, মানবাজার, পুরুলিয়া)

শ্রীমতী পাপিয়া চক্রবর্তী কর্তৃক তপতী পাবলিকেশন, ৯/৪ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১ বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত

গ্রন্থস্বত্ব : প্রতিরূপ পলমল

প্রচ্ছদ : সুজয় চৌধুরী

গ্রন্থ অলঙ্করণ : সুজয় চৌধুরী

আলোকচিত্র : অরূপ পলমল

বর্ণসংস্থাপন : অরূপ পলমল

প্রকাশিকা ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনও রকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ISBN : 978-93-93728-11-1

মূল্য : ৭৫০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

খালি পায়ে যাবো সহস্র খালি পায়ের কাছে: প্রসঙ্গ উপন্যাস

শূন্যতার উপকূলে পুর্ণতার অভিমুখ - সৈকত রক্ষিত : ১২
আমার লেখা, আমার মন - সৈকত রক্ষিত : ২৪
লেখা এক অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম - সৈকত রক্ষিত : ৩০
কত লক্ষ যোনি ঘুরে ঘুরে - সৈকত রক্ষিত : ৩২

আকরিক
এক অন্যদেশ, অন্য উপাখ্যান - সৈকত রক্ষিত : ৩৭
আকরিক: শোষিত মানুষের সংগ্রাম - গোষ্ঠ বর্মণ : ৩৯
আকরিক: জীবন- জীবিকার সংকট তথা প্রতিবাদের গল্প - সুখেন মণ্ডল : ৪৩
আকরিক: ভাষা ও শৈলীগত সমীক্ষা - শ্যামল রায় : ৪৭

হাড়িক
হাড়িক: বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় চেতনা - পৃথ্বীশ সাহা : ৫৫
হাড়িক: হাড়িদের সমাজজীবন ও মানভূমের উপভাষা - নাড়ু গোপাল দে : ৫৮
হাড়িক - বিশ্বজিৎ পান্ডা : ৬৪

আমপাত চিরি চিরি
আমপাত চিরি চিরি: ঝুমুরগানের রং- মাখা, কাজল- মাখা এক কাহিনি - দিলীপ কুমার বসু : ৬৯

ধূলাউড়ানি
প্রসঙ্গ ধূলাউড়ানি - প্রিয়কান্ত নাথ : ৮১
ধূলাউড়ানি: সাঁওতাল জীবন চিত্রণের চলছবি - শ্রাবণী সিংহ রায় : ৮৫

অক্ষৌহিণী
অক্ষৌহিণী: শতাব্দী প্রাচীন সহস্র মানুষের জীবন্ত জীবাশ্ম - গাফফার আনসারী : ৮৯

বৃংহণ
'বৃংহণ': নারী,সত্তা না সম্পদ? - অনিমেষ ব্যানার্জী : ৯৭
ব্যক্তিগত সৈকত রক্ষিত ও বৃংহণ : অনির্দেশ্য ভালোবাসার দৌড় - সুমিত পতি : ১০২

সিরকাবাদ
সিরকাবাদ: পুরুলিয়ার আদিবাসী জীবন- শ্রাবণী সিংহ রায় : ১০৭
সিরকাবাদ: আখ-অন্ত প্রাণ মানুষের জীবনালেখ্য- শ্যামল মোহন্ত : ১১১

কুশকরাত
স্রষ্টার কথন: প্রসঙ্গ কুশকরাত - সৈকত রক্ষিত : ১১৭
চেনা জীবনকেই বিষয় করে তুলেছেন - রামকুমার মুখোপাধ্যায় : ১১৯
স্তিমিত রণতূর্য : প্রযুক্তির আগ্রাসন, প্রান্তজনের শ্রম ও শিল্পের বিপন্নতা - বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় : ১২১
স্তিমিত রণতূর্য: একটি পাঠ ও আলাপ- কৌশিক মিত্র : ১২৫
'স্তিমিত রণতূর্য': গতায়ু শিল্প ও শিল্পগোষ্ঠীর জীবন আখ্যান- চিন্ময় সাধুখাঁ : ১২৮

সিদুঁরে কাজলে
নির্মাণ বিনির্মাণ অনন্য সৈকত - প্রবুদ্ধ মিত্র : ১৩৭
'সিদুঁরে কাজলে': একটি নিবিড় পাঠ- অচিন্ত্য মাজী : ১৪০
কবি ও কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত - সুনীল মাজি : ১৪৬
সিঁদুরে কাজলে: নারীর নিমজ্জিত জীবনের ইতিহাস - আজমিরা খাতুন : ১৫১

ঢেঁকিকল
ঢেঁকিকল: স্বাধীনতা উত্তর পুরুলিয়ার আর্থ- সামাজিক অবস্থা - সদানন্দ অধিকারী : ১৫৯
ঢেঁকিকল: মানভূমের প্রান্তিক মানুষদের জীবন সংগ্রাম - শিবশঙ্কর সিং : ১৬৪

ঢোল শোহরত
ঢোল শোহরত: সৈকতের উপন্যাসের ধারায় স্বতন্ত্র নির্মান - অরূপ পলমল : ১৭৩

মহামাস
মহামাস : সমর্পিত শ্রম সত্তা ও শিল্পসত্তার জীবনালেখ্য - বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় : ১৭৭
মহামাস: অনির্বাণ মূল্যবোধের শিখা- সুজয় দত্ত : ১৭৯

মদনভেরি
আমার হৃদয় , মথিত করা অশ্রুবেদনা - সৈকত রক্ষিত : ১৮৯
সাহিত্যের স্বরূপ নিয়েই তাঁর লেখা - আফসার আমেদ : ১৯১
পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ের লোকায়ত জীবন ও স্বপ্ন - প্রবীর সরকার : ১৯৩
স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের নিবিড়তা- অনিতা অগ্নিহোত্রী : ১৯৬

বৈশম্পায়ন কহিলেন
মহাভারতীয় অনুষঙ্গে বিনতার নারীত্বের জাগরণ - প্রতিমা দাস : ২০১
বৈশম্পায়ন কহিলেন: চরিত্র নির্মাণ ও ভাষা সংযোজনায় এক অনবদ্য আখ্যান - অমরেশ দাস : ২০৫

জয়কাব্য
জয়কাব্য: লেখকের কথা - সৈকত রক্ষিত : ২১৩
জয়কাব্য: যতটা উপন্যাস ততটাই কাব্য- বহমান কালের লিপিমালা - প্রবীর সরকার : ২১৫

আলাপচারিতায় সৈকত রক্ষিত: প্রসঙ্গ উপন্যাস - অরূপ পলমল : ২২৫
সৈকত রক্ষিত: রচনাপঞ্জি/ গ্রন্থপঞ্জি (উপন্যাস) - অরূপ পলমল : ২৩৯

সিঁদুরে কাজলে: নারীর নিমজ্জিত জীবনের ইতিহাস

আজমিরা খাতুন

তিনি তাঁর লেখার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন পুরুলিয়া জেলার অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ এবং তাঁদের জীবন ও সংস্কৃতি। সৈকত রক্ষিত পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র। সেখানেই তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। যার ফলে তিনি সেখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা, জীবিকার সমস্যা, দারিদ্র্য তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই আমরা তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক, ঝুমুর গানের মধ্যে দেখতে পাই আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র। তা শুধুমাত্র সাহিত্য না হয়ে, হয়ে উঠেছে পুরুলিয়ার সেইসব মানুষের জীবনের দলিল। সৈকত রক্ষিতের নিজের কথায়, 'আমি লিখি মূলত সাবঅলটার্নদের নিয়ে। মফস্বল শহর, গ্রাম এবং গ্রামজীবন আমার লেখার উপজীব্য। এবং সেটা পুরুলিয়ার।' মাইকেল মধুসূদন দত্ত যাকে 'পাষাণময় দেশ' বলেছিলেন সেই পুরুলিয়া মানে শুধু পাহাড়, জঙ্গল নয়, খরা নয়, ছো-নাচ নয়। পুরুলিয়া মানে এক বিস্তৃত অঞ্চলের, এক বিরাট জীবনযাপনের সংস্কার ও বোধ। এর মধ্যে পাওয়া যায় পুরুলিয়ার ঐতিহ্যকে, প্রকৃত পুরুলিয়াকে। তাই পুরুলিয়া হয়ে ওঠে সৈকত রক্ষিতের সাধনক্ষেত্র।

যেহেতু সৈকত রক্ষিতের লেখার প্রধান অবলম্বন পুরুলিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি তাই তাঁর এক একটি উপন্যাস হয়ে উঠেছে এক একটি সম্প্রদায় জীবনের দস্তাবেজ। সেইরকম একটি উপন্যাস 'সিঁদুরে কাজলে'। যেখানে রয়েছে কুড়মি সমাজের কথা। উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে মালথোড় নামের গ্রাম, সেখানকার আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার। মাহাত যাদের পদবি তারাই মূল কুড়মি সমাজের মধ্যে পড়ে। এই সম্প্রদায়কে পুরুলিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বলা যায়। 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাস যার জীবন নিয়ে আবর্তিত সেই ভাদরি মাহাতন বা মাহাতও এই কুড়মি-মাহাত ঘরেরেই মেয়ে এবং বউ।

উপন্যাসটি যেখান থেকে শুরু হচ্ছে তা আসলে উপন্যাসের শেষ। শেষের কথা থেকেই লেখক গোটা উপন্যাসটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন শুরুর দিকে। ভোরের আলো ফুটতে যখন ঢের দেরি সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ভাদরি তার মেয়ে চম্পিকে নিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে তার ছেড়ে আসা গ্রাম মালথোড়ের দিকে। আসলে সে ফিরে আসছে। জীবনের এক অসম্ভব যাত্রা শেষে ভাদরি ফিরে আসতে চাইছে এমন এক ভবিষ্যতের দিকে যার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। দ্বিধায়, ভয়ে, আশঙ্কায় অথচ আশায়

একটি একটি করে তৈরি হয়ে চলেছে তার পদক্ষেপ। ভাদরির জীবনের কোনটা যে শেষ আর কোনটা যে শুরু তা যেন ভাদরির মতোই বিভ্রান্তি এনে দেয় পাঠকের মনেও। লেখাটি এরপর কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে বিভিন্ন ঘটনা বলতে থাকে। তবে তার যাত্রাপথটি কখনই বিচ্যুত হয় না। কারণ, ঘটনা নির্মাণ লেখকের উদ্দেশ্য নয়। এক নারীজীবনের সত্যের উন্মোচনই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আগে কখনও কেউ ভাবেনি এমন একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে যায় মালথোড় গ্রামে যা কেন্দ্র করে উপন্যাসে এসে পড়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিল বিন্যাস, প্রেম, পরকীয়া প্রেম, প্রতিহিংসা, প্রত্যাখ্যান।

উপন্যাসের নায়িকা ভাদরি বা ভাদু তার বর আদালত মাহাতর সঙ্গে অসুখী দাম্পত্যজীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। বা বলা যায় মুক্তির এক উপায় খুঁজে পেয়েছিল। সে তার পছন্দের মানুষ শ্রীকান্তের সঙ্গে ঘর ছাড়ে। সঙ্গে নিয়ে যায় মেয়ে চম্পিকেও। তবে যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা ঘটে তা বড় মারাত্মক। শ্রীকান্তর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক জেনে গিয়েছিল তার নাবালক ছেলে সন্তেষ। দেখে ফেলেছিল ভাদরি ও শ্রীকান্তর শারীরিক মেলামেশা। সেই সময় ভাদরি নিজের সন্তানকেই গলা টিপে হত্যা করে। হয়তো তা চায়নি সে। রাগের বশে, লোকলজ্জার ভয়ে নিজেকে সামলাতে পারেনি। কিন্তু শ্রীকান্তর সঙ্গে চলে যাওয়ার পর ক্রমশ তার মোহ ভাঙতে থাকে। সন্তান হত্যার অনুশোচনা তাকে দগ্ধ করে দেয়। সে অস্থির হয়ে ওঠে নিজের হাতে রচিত 'শ্মশানে' অর্থাৎ মালথোড়ে তার স্বামী আদালত মাহাতর ঘরে ফিরতে।

"অতি সহজ সরল শব্দ 'ঘর'। অথচ এই সরল দুটি অক্ষরের মধ্যে মানুষের কী জটিলতাই না রয়েছে!" লেখক এই জটিলতাকে যেভাবে দেখিয়েছেন তা বাইরের চোখে দেখে নেহাতই এক সাদামাটা কুড়মি পরিবারের বারোমাস্যা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তার ভেতরে বাসা বেঁধে রয়েছে বিশ্বাসহীনতা, ভালোবাসাহীনতার এক গোপন ক্ষয়।

শুধু জটিলতা নয়। রয়েছে 'কত দুঃখ, বেদনা, অশ্রুপাত, কত কুলভাঙা হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস।' ঘরের জন্য মানুষ ভাঙছে তার আপন ঘর। যদিও আপনার বলে কিছু হয় না। তাই যেখানেই মানুষ তাকে মালিকানাধীন করতে গেছে সেখানেই সে প্রতিদানে পেয়েছে আঘাত আর নৈরাশ্য।

ভাদু চার দেওয়ালের বাহ্যিক ঘরের বদলে তার বুকের মধ্যে বেঁধেছিল এক অদৃশ্য ভালোবাসার ঘর। সেখানে তার ভালোবাসার মানুষ ছিল বাপের ঘরের বাগাল শ্রীকান্ত রাজুয়াড়।

শ্রীকান্তের প্রতি ভাদুর দুর্বলতা ছিল। তার বড় কারণ ঝুমুর গান। তা তীব্র হয়ে ওঠে শ্রীকান্তের ঝুমুর গান শুনে। কেননা তার ঝুমুরের মধ্যে যে ভালোবাসার, প্রেমের নিবেদন ছিল তা সত্যি মর্মস্পর্শী। তার ভেতরে সৃষ্টির মহিমা যেমন আছে, তেমনই আছে প্রেমের হাহাকার ও আকুলতা। ঝুমুরের মধ্যে দিয়ে সে রূপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি রসের উৎসরণ ঘটায়। যৌবনের বিস্তার আনে। ঝুমুরে সুর তুলে ভাদুরির নরম, শান্ত মনকে অস্থির করে তোলে শ্রীকান্ত। গানের ভেতর দিয়ে বারবার তার পিপাসা ও আকুলতা নিবেদন করে ভাদুর কাছে। সাড়া পেতে চায় ভাদুর।

"তুমার সিঁথার সিঁদুর দামিনী চৈখের কাজল যামিনী
কানফুলটি কামিনী করিছে ঝলমল।
বঁধু আর কী দিঁয়ে সাজাব তুমাকে; সিঁদুরে কাজলে টলমল।।"

এই একটি ঝুমুর ভাদুর মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল ভিন্ন এক দিশা যা তার জীবনকে পাল্টে দিয়েছিল। একদিকে

দাম্পত্যজীবনের শীতলতা ও প্রবল যৌনক্ষুধা, অন্যদিকে শ্রীকান্তের ভয়ঙ্কর প্রেম ও ঝুমুরের বহির্মুখী টান ভাদুকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তাকে বাধ্য করে চিরাচরিত গ্রামীণ দমন-পীড়নের দাম্পত্যজীবনের বন্ধনকে ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে। কেননা ইতিমধ্যে সে উপলব্ধি করেছে; বিয়ে একটা সামাজিক ছলনা। সেখানে নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় পুরুষের নির্মম অত্যাচার। একইসঙ্গে পুরুষের জৈব কামনায় অনুঘটন ও নিবৃত্তির প্রাত্যহিক দায়িত্বটুকুও নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে পালন করে যেতে হয়। এসব করতে গিয়ে ভাদুর মনে হয়েছিল, নারী শুধু নারীই। সে পুরুষের সঙ্গিনী। সহধর্মিনী বা অর্ধাঙ্গিনী নয়। সে পুরুষের সেবাদাসী, আনন্দদায়িনী এবং আরও অনেক কিছু। আসলে কিছুই নয়!

এইভাবে কিছু হয়েও কিছু না হওয়ার উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে ভাদু পালিয়ে যায় শ্রীকান্তের সঙ্গে। যা শেষমেশ তার জীবনে ডেকে আনে সর্বনাশ। সে চেয়েছিল ভালোবাসার মুক্ত অঙ্গন যা কোনও আবেগহীন প্রাত্যহিক সঙ্গমচর্চাকারী গৃহী পুরুষ দিতে পারে না। যা দিতে পারে ঝুমৈর ও ঝুমৈরা শ্রীকান্ত। কিন্তু সে ভুলে যায় যে এক পুরুষের কবল থেকে মুক্তি পেতে সে অন্য পুরুষের বরাহগ্রাসে আশ্রয় নিচ্ছে। আদালত মাহাতর সংসারের গরাদ ভেঙে সে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, উড়তে চেয়েছিল মুক্ত আকাশে কিন্তু পারেনি। দানা না দিলেও খাঁচার পাখি যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে খাঁচায় ফেরে, অপেক্ষমান মৃত্যুফাঁদের কথা সে কল্পনা করে না, তেমনই ভাদরিও করেনি। শ্রীকান্তের কাছেও তাকে থাকতে হয়েছে বন্দিনীর মতো। তা যে কী দুর্বিষহ ছিল তা ভাদরি তার কাতর ও অপরাধী হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে।

এই উপন্যাসে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে ঝুমুর গান। সৈকত রক্ষিতের যাঁরা পাঠক তাঁরা জানেন যে তাঁর লেখায় ঝুমুর গানের ব্যবহার বড় অনায়াস, সাবলীল। ঝুমুর ছাড়া কি মানভূমকে ভাবা যায়! যে ঝুমুর গান ভাদরিকে ঘরছাড়া করে পথে নামিয়েছিল তার টান কিন্তু ছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। মায়ের সুন্দর, সুরেলা কণ্ঠের ঝুমুর গান শুনতে শুনতে ছোট্ট মেয়ে ভাদু চলে যেত অন্য জগতে। তার মা গাইত "বড় ঘারেক ব হুক বেড়ী জ্বালা গ...।" সেখানে রয়েছে কুড়মি সমাজের গৃহবধূর প্রবঞ্চিত জীবনের কথা। এর প্রবল বিরোধিতা আসত ভাদুর বাবার কাছ থেকে। ঝুমৈর সে সহ্য করতে পারত না। সেই ল্যালহা মাহাত শুধু নয়, গ্রামের বহু গোঁড়া বয়স্ক মানুষের ধারণা, ঝুমুরে বর্হিমুখী টান আছে। তাতে সাড়া দিয়ে মেয়েরা বিবাগী হয়ে যায়। তাদের হারিয়ে যাওয়া বড় বেদনার। "ল্যালহার কি ভয় ছিল, একদিন তার মেয়ে ভাদরিও এমনি ভাবে হারিয়ে যেতে পারে?"

পরে যখন দেখা যায় যে ভাদরি কোনও কিছুর পরোয়া না করে শ্রীকান্তের সঙ্গে ঘর ছেড়েছে আর তার সেই ঘর ছাড়ার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ঝুমৈরের টান তখন মনে হয় তাহলে নিছকই পরকীয়া নয়, অন্যতর কোনও এক মধুর রসও টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভাদরিকে। মনে রাখতে হবে যে ভাদরি তার ছেলের নাম রেখেছিল ভবপিতা। আদর করে ডাকত 'ভভ'। মানভূমের প্রখ্যাত ঝুমৈর-কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝা। ভবপ্রীতানন্দের সুন্দর সুন্দর ভাদরিয়াও গাইত শ্রীকান্ত। ঝুমুরের প্রতি তার দুর্বলতা থেকেই ভাদরি ছেলের নাম রেখেছিল ভবপিতা। তবে যে অপরাধের সূত্রপাত হয়েছিল ভাদরি ও শ্রীকান্তের পরস্পরের প্রেম ও যৌনতা থেকে, সেই প্রেম অল্প দিনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়। যা ভাদরি কখনও কল্পনা করেনি। বরং সে যৌনাঙ্গের জাদুকরী খেলায় প্রমত্ত ও বিহ্বল থাকতে চেয়েছিল। রমণী রমণহীনা হলে তার নাকি দুর্গতির সীমা থাকে না। সেই দুর্গতি থেকে মুক্তি দিতেই শ্রীকান্ত তাকে তার সঙ্গে ঘর ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছিল। ভাদরির ভালোবাসা তাকে কাছে ডেকেছিল, তার দেহ-মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। যে নেশা হয়ে উঠেছিল

তার সৃষ্টির প্রেরণা। কিন্তু একটা সময়ের পর তার সেই নেশা চলে যায়। ভাদরি ক্রমশ উপলব্ধি করে, সর্বস্ব হারিয়ে সে যার কাছে এল সে-ই তাকে একাকী ফেলে অন্য জীবনের দিকে যেতে শুরু করেছে। শ্রীকান্তের কল্পনায় তখন খেলা করে 'মালাবতী, বিমলা, পোস্ত, বুটন, সরস্বতী, গীতারানীদের বেলকাঁটায় সাজানো খোঁপা পরে হিমানী মাখা গোলাপী লিপিসটিক দেওয়া ঝলমলে মুখগুলি।' ভাদরি আরও উপলব্ধি করে, তার প্রতি, তার শরীরের প্রতি শ্রীকান্তের আর কোনও মোহ নেই, কৌতূহল নেই, পিপাসা নেই। এমনকি কোনও ঝুমুরও নেই। তাই তার হতাশ লাগে, নিজেকে অসহায় মনে হয়। মাঝে মাঝে নিজের টুঁটি নিজেই চেপে ধরে নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। শোকে, হতাশায়, নৈরাশ্যে, গ্লানিতে আর অন্তরের পীড়ায় বিহ্বল হয়ে শ্রীকান্তের কাছে সে মিনতি করে; ''হামি তোর পায়ে পড়ি। লেহোর করি! হামকে তুঁই মাল্‌থেড়ে লোগ দে! ব্যাটার কাছকে যাব।'' ভাদরি ফিরে যেতে চায় সেই জোড়ের ধারে যেখানে শোয়ানো আছে তার ছেলের মৃতদেহ। আর এখানেই হয় বিপর্যয়।

শ্রীকান্ত তাকে ফিরতে দিতে চায় না। সে চায় তাকে 'অস্তাদি' শিখিয়ে, ঝুমুর দলে নাচ-গান করিয়ে টাকা রোজগার করতে। অন্যদিকে ভাদরি মেয়ে চম্পিকে নিয়ে ফিরতে চায় তার স্বামীর কাছে। ভ্রান্ত ভাবাবেগের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

ভাদরি ফিরে আসে পাঁচ বছরে তপ্ত অথচ অঙ্গার হয়ে যাওয়া স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে। সে ভেবেছিল গ্রামে দীর্ঘদিন তার অনুপস্থিতি গ্রামবাসীর মনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে তাতে হয়তো তারা তার অনুশোচনার কথা ভেবে ক্ষমা করে দেবে। তাই ভোর শেষে মোরগ ডেকে উঠলে তার মনে হয় নিজের গ্রামের লোকেরা তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। বাস্তবে তা হয় না। ভাদরির আশা ভেঙে যায় যখন তাকে সবাই ডাইনি, মাগি, কসবি বলে সম্বোধন করে- ''ডাইন মাগী! কসবি! ফের তুঁই মালথোড়কে আইসেছিস?'' ভাদরি দেখতে পায় সেই সমস্ত মানুষের ভয়াল মূর্তি যাদের সে এই কয়েক মাসে প্রায় ভুলতে বসেছিল। যে মুখগুলো তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত। যাদের সে কাকা-খুড়া বলত, তারা আজ সবাই তার বিপক্ষে। তাদের কাছে ভাদুর কোনও ক্ষমা নেই। তার মুক্তিও নেই কোথাও। তবুও সে ক্লান্ত হয়ে, নিরাশ হয়ে, হতোদ্যম হয়ে নিজের ভেঙে পড়া শরীরটা কোনওক্রমে ঠিক করে। প্রতিবাদ করে বলে, সে ডাইনি নয়- ''হামাকে তরা ডাইন না বলিস! হামার কোলে বিটি আছে, হামার বুকে দুধ আছে...'' গ্রামের লোকেরা এসব শোনে না, মানে না। তারা ভাদুরিকে গদাই ডুংরির মাথা থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে কানাভাঙা হাঁড়ি বেঁধে দিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে গ্রামের বাইরে বের করে দেয়। তখন তার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে ঔপন্যাসিক বলেন; ''ঠিক যেভাবে ভাঙা হাটে পড়ে থাকা সামান্য পাঁঠিমাংস, কান-ফৈড়-মুড়-এর জন্য হাটের মানুষ ভিড় করে... এখানেও তেমনি ভাদরিকে ঘিরে উপচে পড়া কৌতূহল।''

আগেই বলা হয়েছে যে এই উপন্যাস শেষ থেকে শুরু হয়। সেই শুরুর যে শেষ তা আসলে কোনও শেষ নয়। তা এই কাহিনীকে কোনও সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে না। নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভাদরিদের যাত্রাপথের কোনও শেষ নেই যে। তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে এই লেখা এগিয়ে পিছিয়ে চলতে চলতে যেসব সত্যি সামনে আনে তার মুখোমুখি হতে পারলে নারীজীবনের এক ইতিহাসের সম্মুখীন হতে হয়। ভাদরি যখন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল তখন তাকে নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় রসালো আলোচনার কোনও খামতি ছিল না। গ্রামেরই আধবুড়ো ভৈরব তাকে কামনা করত এবং ভাদরি চলে যাওয়ার পর সে কথা প্রকাশ্যে বলতে তার এতটুকু লজ্জা ছিল না। ভাদরিকে নিয়ে সে অনায়াসে বলতে পারে; 'উ শালী

সহস্রমারী বঠে। দেখ যাঁইয়ে কার ছিঁড়া কাঁথার তলে শুঁয়ে গরম হছে।' পরের মন্তব্য; 'আর শুঁয়ে যদি থাকে, ত তাথে দোষের কী! মাঞ্ঝাঁর জনম কিস্যার লাইগে?' দেখার বিষয় যে এই ভৈরবও ঝুমুর গায়। ঝুমুর গানেই সে নিজের কামনা প্রকাশ করে। যে কামনার লক্ষ্য ছিল ভাদরি। আর একজন হল মুকুন্দ। নাচনি নাচের দলের সঙ্গে ঘুরত সে। সেও ঝুমুর শোনাত আদালত আর ভাদরির ঘরের উঠোনে বসে। বুড়ো হয়েও মুকুন্দর যৌবনের 'লুকলুকানি' যায় না। তার রসের কথাবার্তার লক্ষ্যও ছিল ভাদরি।

উপন্যাস যত এগোতে থাকে, পাঠকের চোখের সামনে তত এইরকম সব চরিত্র এসে দাঁড়ায়। দেখা যায় উপিন্দরকে। যে উপিন্দরকাকা কিশোরী ভাদরিকে বজরা খেতের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তার শরীর হাঁটকায়, কামনা মেটানোর চেষ্টা করেছিল। মালথোড়ের কমলাকান্তও এরকমই একজন যার লোভী দৃষ্টি ছুঁয়ে থাকে ভাদরির শরীর। শ্রীকান্তের সঙ্গে পালিয়ে ভাদরি পৌঁছয় ত্রিবেণী। সেখানে যে ইটভাটায় তারা কাজ করত সেখানকার মুনশিও শ্রীকান্তকে সরিয়ে ভাদরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। আরও পরে নাচনি দলের নিবারণ ভাদরিকে দেখে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয় তার রূপে, উশখুশ করে পাওয়ার জন্য। তারপর সে ভাদরিকে নাচনি করতে চায়। ছোবল বসাতে চায় তার মধুভাণ্ডে।

সারাজীবনের জন্য ভাদুরির আক্ষেপ থেকে যায়। বেরিয়ে আসার পর তার পাঁচ বছরের মহাযাত্রায় সে বহু পুরুষ দেখেছে, তাদের বহুরূপতা দেখেছে, দেখেছে জগতের ছদ্মরূপ। কিন্তু প্রকৃত মানুষ দেখেনি। সেইসঙ্গে প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধানও পায়নি। সে বুঝতে পারে, যোনির কারণে পুরুষ তাকে জননীর সম্মান দেয়। যে স্তনে দুগ্ধ ক্ষরণ ঘটিয়ে মাতৃত্ব আরোপ করে, সেই জননীকে, তার ভাবমূর্তিকে মুহূর্তে চূর্ণ করতে, কলঙ্কিত করতে দ্বিধা করে না পুরুষ।

সেই সঙ্গে সে আরও উপলব্ধি করে, কল্পনাই মানুষের যাবতীয় দুর্দশা ও অনুশোচনার মূল। বন্দিত্বহীন জীবন অলীক কল্পনা মাত্র। বন্দিত্ব থেকে নারীর মুক্তি নেই। গোটা পৃথিবীটা আসলে এক অভিনব কারাগার। সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা, অগ্রগতি, সমস্ত কিছুই সেই অদৃশ্য কারাগারের লৌহগরাদগুলিকে আরও দৃঢ়, আরও শক্তিশালী, আরও মজবুত করে তুলছে। তার পরেও মানুষ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করে। ভাদুও তাই করেছিল। সে চেয়েছিল মনের স্বাধীনতা, কল্পনার স্বাধীনতা, সর্বোপরি ভালোবাসার স্বাধীনতা। আর যেখানে তার প্রকাশ ঘটেছে সেখানেই সে হিংসাপ্রাণ হয়ে উঠেছে। আবার কখনও তার উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ ঘটেছে। কখনও বা অবদমিত থেকে গেছে।

উপন্যাসটি পুরুষ কারাগারে নারীর নিমজ্জিত জীবনের ইতিহাস। তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও যৌন লুণ্ঠনের নিদর্শন।

যদিও এ লেখা পড়তে পড়তে পাঠকের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসতে পারে। ভাদরি যদি ভয়ে, আশঙ্কায় তার ছেলেকে মেরে না ফেলত, চম্পির হাত ধরে অথবা তাকেও রেখে দিয়ে শ্রীকান্তর সঙ্গে ঘর ছাড়ত, তাহলেও কি তার সেই 'অপরাধ' কিছুমাত্র লঘু করে দেখত গ্রামের লোকেরা? জননী হিসবে ভাদরির ভাবমূর্তি কি অক্ষুণ্ণ ছিল? সে কি চেয়েছিল সবাইকে লুকিয়ে শ্রীকান্তর সঙ্গে তার সম্পর্ক চলতে থাকুক। তাহলে ঝুমুর গানের প্রতি তার টান ছিল কোথায়? সে তো নিজের হাতে ছেলেকে মেরেছে, নিজের পরকীয়া সম্পর্ক লুকোনোর জন্য। উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে পৌঁছয় সেখানে জানা যায়, ভাদরি চায় তার পাঁচ বছরের চম্পিও আগামী দিনে পুনর্বার ভাদরি হয়ে উঠুক। দেখুক সে এই আলোকিত জীবন। পাঠক মনে করতে পারেন, চম্পির কোন ভাদরি হয়ে ওঠার কথা ভাবছে ভাদরি? কোন আলোকিত ভুবন

দেখার কথা ভাবছে ভাদরি?

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীকে তার সম্পত্তি বলে মনে করে। সেইসঙ্গে ক্ষমতা ও সুবিধার লোভ দেখিয়ে এক আশ্চর্য মগজ ধোলাই মন্ত্রে বশীভূত করে নারীকে। মেয়েরা জড়িয়ে যায় পুরুষতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট মূল্যবোধের জালে। অনেক সময় হয়তো বা নিজের অজান্তেই। আধিপত্যবাদী ও নিপীড়িতের মনোভাব একই লক্ষ্য ও ভাবনায় চালিত হয়ে সম্পূর্ণ করে প্রভুত্বের বৃত্ত। সুনিশ্চিত করে পুরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।

ভাদরি শেষ পর্যন্ত সেই আচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। তাকে অপমান করে সবাই যখন খেদিয়ে নিয়ে যায় তখনও ঝুমুর গান শোনা যায়। যে কুড়মালি ঝুমুর বলে, এসো, দেখো কী সুন্দর এই মানভুম জেলা... এখানে তালপাতায় আদিবাসীরা বানায় ঘর। ঝুমৈর শুনলে তাদের অন্তরে প্রেমের বান আসে। ছোনাচে নাচে হৃদয়।

এই সময় যারা আনন্দে নাচতে থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে ভৈরব, কমলাকান্ত, ভিরিঙ্গি, সুভাষ, জগৎ, মুকুন্দ। লিঙ্গ দেখিয়ে নাচছে হর-পাগল। ভাদরি বুঝতে পারে সে নারী বলেই পুরুষের এই চেহারা ধরতে পেরেছে। জগতের অন্ধকার দেখে সে বুঝতে পেরেছে আলোকিত ভুবন কাকে বলে। ব্যর্থ জীবনের ভেতরে চিন্তার স্বাধীনতা, শিল্পের প্রতি ভালোবাসা, রসের প্রতি আকর্ষণ; সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। যা থাকে তা এক অনুভব। নারীজীবনের প্রতি নারীর অনুভব।

এখানেই লেখক এই উপন্যাসে এক অন্য মাত্রা সংযোজন করেছেন। এ উপন্যাসের পটভূমি আঞ্চলিক, মানুষজন বিশেষ এক সম্প্রদায়ের, ভাষা তাদেরই। তবুও সব কিছু ছাপিয়ে উথলে ওঠে ওই অনুভব। যা উপন্যাসের আদত বক্তব্যটিকে এক প্রসারতায় নিয়ে যায়।

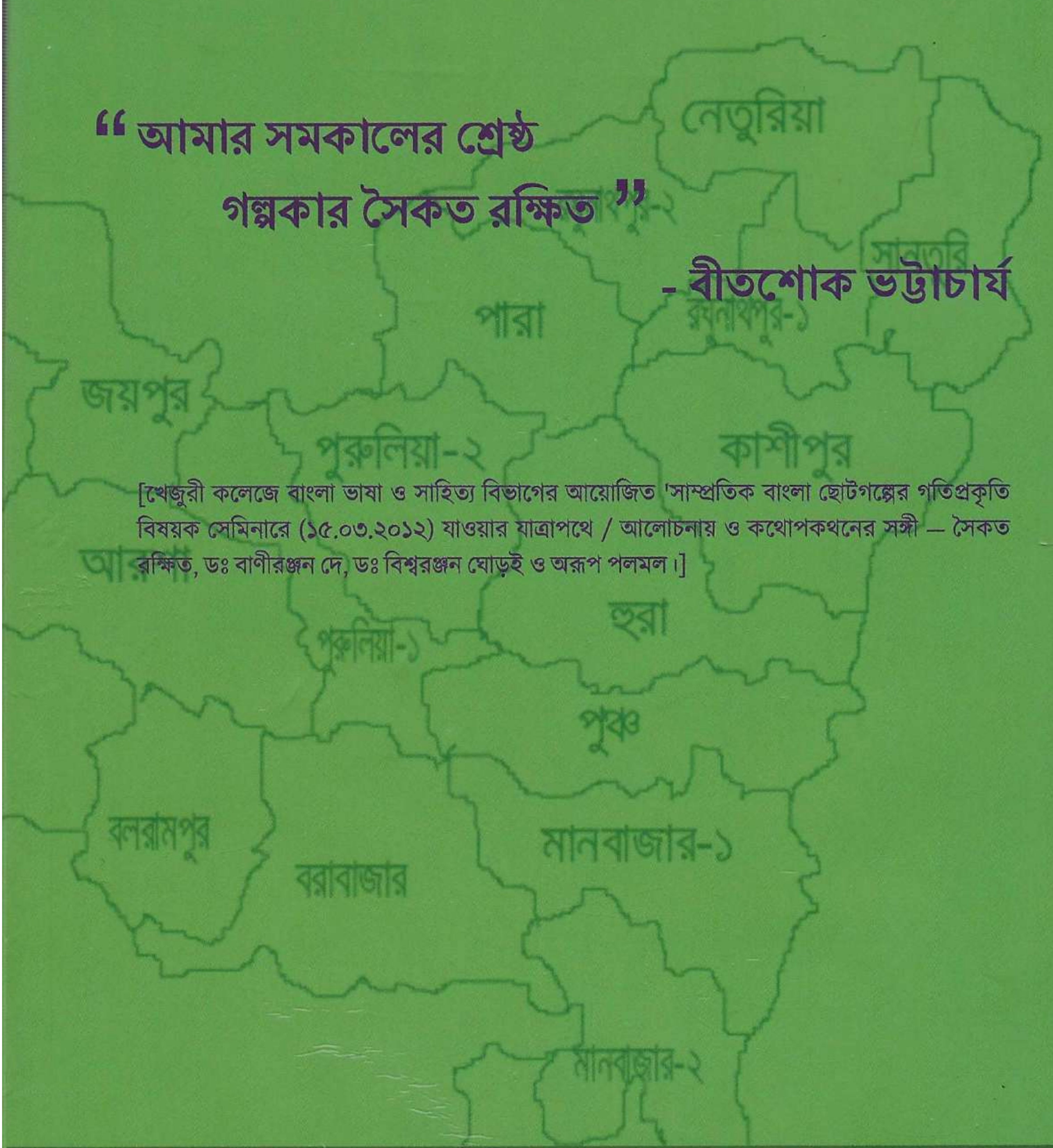

"আমার সমকালের শ্রেষ্ঠ
গল্পকার সৈকত রক্ষিত"

- বীতশোক ভট্টাচার্য

[খেজুরী কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আয়োজিত 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি বিষয়ক সেমিনারে (১৫.০৩.২০১২) যাওয়ার যাত্রাপথে / আলোচনায় ও কথোপকথনের সঙ্গী — সৈকত রক্ষিত, ডঃ বাণীরঞ্জন দে, ডঃ বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই ও অরূপ পলমল।]

978-93-93728-11-1

9 789393 728111

₹ ৭৫০/-

চর্চা পাবলিকেশন
৯/৪ টেমার লেন, কোলকাতা-৯